যায়যায়দিন

তারিখঃ ২১-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

বোরোর ফলনের ধারণা বদলে দিয়েছে

ব্রি উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাতগুলো ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০

প্রায় ৫০ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান আবাদকারী দিনাজপুরের বিরল উপজেলার রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত কৃষক মতিউর রহমান জানান, অন্যান্য ধানের তুলনায় এ ধানের ফলন ভালো। পাশাপাশি এ ধানের রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা থাকায় উৎপাদন খরচও কম হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি একর জমিতে এ ধানের ফলন হয়েছে ৮৫ মণ- যা অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি। কম সময়ে ভালো ফলন ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এ ধান আবাদে উৎসাহিত হচ্ছেন অন্য কৃষকরাও। ইতোমধ্যেই তার কাছে বীজ চাইতে আসছেন অনেক কৃষক

■ কৃষিবিদ এম. আব্দুল মোমিন

ধান উৎপাদনে সর্বাধিক উৎপাদনশীল মৌসুম বোরো । এ কথা অনস্বীকার্য বোরোর ওপর ভিত্তি করেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি রচিত হয়েছে। কেননা, দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫৮ ভাগ আসে এ মৌসুম থেকে। তাইতো, গ্রামবাংলার প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে এখন বোরোকেন্দ্রিক ব্যস্ততা। পাকা ধান কাটা, মাড়াই-ঝাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ করা, ঘরে তোলাসহ নানা কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষান-কৃষানিরা। সকাল থেকে জমিতে ছুটছে কৃষক, বাড়িতে গৃহিণীরা ব্যস্ত উঠান পরিষ্কার করে ধান রাখা, মাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ করা ও সংরক্ষণের কাজে। এ যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশ! উঠোন বা আঙিনাজুড়ে শুধু ধান আর ধান। কারো কারো বাড়ির উঠোন টইটম্বুর হয়ে গেছে সোনালি ধানে। পাকা ধানের ঘ্রাণে ম ম করছে চারিদিক। রাশি রাশি সোনালি ধান সংরক্ষণে কেউ গাছের ছাওয়ায় বসে ধান তোলার কাজে ব্যবহৃত পুরনো ধামা, পইয়া, তাফাল, গোলা ঠিক করছে। বোরোর ফলনের আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবেবলে আশা করছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯ লাখ ৭৬ হেক্টর আর আবাদ হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে। এ বছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ১৫ লাখ টন চাল। মাঠে কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ব্লাস্ট আক্রমণ ছাড়া কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি কম হওয়ায় এবার বোরো ধানের ফলনের অবস্থা বেশ ভালো ছিল, হাওরের ধানও নির্বিঘ্নে শতভাগ কৃষকের ঘরে উঠেছে। ফলে আশা করা হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বোরের উৎপাদন ১০ লাখ টন বেশি হবে। শুধু হাওড়ভুক্ত ৭টি জেলা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড়ে এ বছর বোরো আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে। আর এই ৭টি জেলায় হাওড় ও হাওড়ের বাইরে উঁচু জমি মিলে মোট বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে যেখান থেকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন চাল। কিন্তু ধান কাটার পর বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদনের ধারা দেখে সবাই বলছেন এবার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবেবোরোর উৎপাদন।

এতদিন ধরে বোরোর সেরা জাত ছিল ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯। ১৯৯৪ সালে উদ্ভাবিত এই দু'টি বোরো জাত দেশের মোট বোরো এলাকার প্রায় ৭০ ভাগ দখল করে ছিল। অনেক বিকল্প জাত উদ্ভাবিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বোরো আবাদে কৃষকদের বড় একটি অংশের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জাত ছিল ব্রি ধান২৮ ও ২৯। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আবাদ হওয়া এই জাত দুটোর রোগবালাই সহনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা এ জাত দুটি আবাদে নিরুৎসাহিত করে আসছিলেন। পাশাপাশি ব্রি উদ্ভাবিত বিকল্প জাত ব্রি ধান৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ ও বঙ্গবন্ধু ধান১০০সহ কয়েকটি জাত চাষ করার পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। রোগবালাই সহনশীল ও উচ্চ ফলনের কারণে ২০১৮ থেকে ২০২০ সালে উদ্ভাবিত এ জাতগুলোর প্রতি কৃষকের আস্থা ক্রমশ বেড়েছে। এবার মাঠে কৃষকের মাঝে ভালো সাড়া ফেলেছে এ ৫টি বোরোর জাত। কৃষকরা বলছে, এই জাতগুলোর ফলন আশাতীত ও অভাবনীয়।

কৃষকের বোরোর ফলনের ধারণা বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন এসবজাত। এবার এলাকাভেদে নতুন জাতগুলোর গড় ফলন ছিল বিঘাপ্রতি ২৮-৩৩ মণ। কোথাও কোথাও তার বেশি ফলনের রেকর্ড রয়েছে। এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই বিকল্প জাত এখন কৃষকের হাতে হাতে। এসবজাতের কয়েকটি মাঠ দিবসে আমারও অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সরাসরি কথা হয় অনেক উচ্ছ্বসিত কৃষকের সঙ্গে। সহকর্মী বিজ্ঞানীরা গিয়েছিলেন ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে। আমার নিজের এবং সহকর্মীদের সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরতেই আমার এই লেখার অবতারণা।

গত ৩০ এপ্রিল কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে দুটি স্থানে মাঠ দিবস ও ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। উপজেলায় ৪৮ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা যৌথ জমিতে 'সমলয়' পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। কথা হয় যৌথ চাষাবাদের কৃষক দুলহাস শেখের সঙ্গে। তিনি জানালেন 'আগে আমাদের এখানে ৩৩ শতাংশের বিঘায় যেখানে ১৮ থেকে ২০ মণ ধান পাওয়া যেত এখন সেখানে আমাদের ধান গবেষণা উদ্ভাবিত ধান (ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২, ব্রি ধান৯৯ এবং বঙ্গবন্ধু ধান১০০) চাষ করে বিঘায় ৩৩ মনেরও বেশি ধান ফলন হচ্ছে এবং যার ফলে আমি ও আমার প্রতিবেশি কৃষকরা খুশি। একটা সময় ধান চাষে পরিশ্রম বেশি হওয়ায় ধান চাষে কৃষকের অনীহা দেখা যেত কিন্তু এখন সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও প্রণোদনা সহায়তার কারণে কৃষক পতিত জমিতে ধান চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছে। নতুন জাতের ধানের ফলন ভালো হওয়ায় বেশ লাভবান হচ্ছেন কৃষক। টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমরিয়া গ্রামের কৃষক নাসির উদ্দিন বলেন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু ধান১০০ ধান বীজ ও সার বিনামূল্যে পাই। দারুণ ফলন পেয়েছি। বিঘায় প্রায় ৩০ মণ। এই জাতের ধানে রোগবালাই নেই। ভবিষ্যতে আমি এই ধানের চাষ আরও বাড়াব।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলার ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান১০০ চাষ হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৬ হেক্টর, মুকসুদপুরে ৩৫ হেক্টর, কাশিয়ানীতে ১৮ হেক্টর, কোটালীপাড়ায় ১৯০ হেক্টর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৯৬ হেক্টরে নতুন এই ধানের চাষ হয়েছে। কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিটুল রায় বলেন, কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ধান১০০ কাটা শুরু হয়েছে। আমরা নমূনা ফসল কর্তণ করে দেখেছি প্রতি হেক্টরে এই ধানের ফলন হয়েছে সাড়ে ৭ টন। জিংক সমৃদ্ধ এই ধানের বাম্পার ফলনে কৃষকরা এই জাতের ধানের চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।

গত ২ মে গিয়েছিলাম গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামে ব্রি উদ্ভাবিত এসবনতুন জাতের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের ফাঁকে কথা হয় কৃষক মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি এ বছর ব্রি ধান২৮ ও ২৯-এর পরিবর্তে ব্রি ধান৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান১০০ আবাদ করেছেন পাঁচ বিঘা জমিতে। কৃষক মুজিবুর জানান, 'পাঁচ বিঘা জমিতে আমি এসবধান চাষ করে আগের চেয়ে প্রতি বিঘায় অন্তত ১০-১২ মণ ধান বেশি ফলন পেয়েছি। তাছাড়া খরচও লেগেছে অনেক কম।

জেলার মুক্তারপুর ইউনিয়নের বৃদ্ধ কৃষক আলম মিয়া বলেন, 'আমার বয়সে এ জাতের মতো ফলন আর কোনো জাতে পাইনি। বাম্পার ফলন হয়েছে ব্রি ধান৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান১০০ জাতে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ধান১০০ জাতের চালও চিকন। বাজারে ভালো দাম পাববলে আশা করছি। এ তিন জাতের ধান চাষে পানিও কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে।'

কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা আলতাফ হোসেন প্রবাসে থাকতেন। তিনি জানালেন, 'ধানের নতুন জাত ব্রি ধান৯২ চাষ করে প্রতি বিঘায় ফলন পেয়েছি ৩৩ মণ- যা কল্পনাতীত। এ জাতের ধান চাষে পানি কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে। তিনি বলেন, 'আগে বিদেশে ছিলাম। কৃষিকাজ করতে আগ্রহ বোধ করতাম না। ভাবতাম কৃষির চেয়ে প্রবাসে চাকরিই লাভজনক। কিন্তু ব্রি ধানের নতুন জাত আমার ধারণা বদলে দিয়েছে। আর বিদেশ নয়; দেশেই কৃষিকাজ করব।'

বরেন্দ্রখ্যাত রাজশাহী অঞ্চলে বিঘাপ্রতি সাড়ে ২৮ মণ ফলন দিয়েছে ব্রি ধান৯২। লাভজনক হওয়ায় খরা সহিষ্ণু ও পানি সাশ্রয়ী এই জাতের ধান জনপ্রিয়তা পেয়েছে এ অঞ্চলে। চলতি বোরো মৌসুমে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ধোকড়াকুল এলাকায় ১১০ বিঘা জমিতে চাষ হয়েছে উচ্চফলনশীল এই ধান। আর এই উদ্যোগে সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস।

গত ৪ মে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের কাজীগ্রামে ব্রির রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের আয়োজনে কৃষকের মাঠে কৃষকের ফসল কর্তন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করি যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবেউপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন, এমপি। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় কৃষক আরিফুর রহমান, গোলাম মোস্তফা এবং হারুনুর রশীদ। এর মধ্যে কৃষক আরিফুর রহমান ব্রি ধান৮৯, গোলাম মোস্তফা ব্রি ধান৯২ এবং হারুনুর রশীদ ব্রি ধান৮৯, ৯২ এবং বঙ্গবন্ধু ধান১০০ চাষ করেছেন। এই তিন চাষীসহ কাজীগ্রামের প্রতিটি কৃষক এবার এই জাতগুলো চাষ করে বিঘায় ৩০ মণের অধিক ফলন পেয়েছেন।

বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের চরগাছিয়া গ্রামের একটি মাঠে ২০০ বিঘা জমিতে এবার প্রথমবারের মতো বোরো চাষের আওতায় এসেছে, আগের বছরগুলোতে এই সময়ে জমিগুলো পতিত থাকত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে এবং উপকূলীয় শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচির আওতায় ওই ২০০ বিঘা (২৭ হেক্টর) জমিতে ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২, ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯ জাতের ধান চাষ করা হয়। ৩০০ জন কৃষককে বীজ, সেচ, সারসহ সবউপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফলে এ বছর মাঠজুড়ে চাষ করা হয়েছে ব্রি ধান৬৭, ৭৪, ৮৯, ৯২, ৯৯ ও বঙ্গবন্ধু ধান১০০। নমুনা শস্য কাটায় রেকর্ড ফলন পাওয়া যায়। যেখানে প্রতি বিঘাতে ব্রি ধান৮৯ এর ফলন হয়েছে ৩৭ মণ এবং ব্রি ধান৯২ হয়েছে বিঘায় ৩৩ মণ। এছাড়া ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৭৪ ও ব্রি ধান৯৯ হয়েছে প্রতি বিঘায় ২৮ মণ করে।

প্রায় ৫০ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান আবাদকারী দিনাজপুরের বিরল উপজেলার রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত কৃষক মতিউর রহমান জানান, অন্যান্য ধানের তুলনায় এ ধানের ফলন ভালো। পাশাপাশি এ ধানের রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা থাকায় উৎপাদন খরচও কম হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি একর জমিতে এ ধানের ফলন হয়েছে ৮৫ মণ- যা অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি। কম সময়ে ভালো ফলন ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এ ধান আবাদে উৎসাহিত হচ্ছেন অন্য কৃষকরাও। ইতোমধ্যেই তার কাছে অনেকে বীজ চাইতে আসছেন অনেক কৃষক।

লেখক: উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ২১-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

বোরো সংগ্রহে ১৯ নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহে ১৯টি নির্দেশনা দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্টদের এসব নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ৪ লাখ মেট্রিক টন ধান ও ১২ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ১ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরে উপজেলাওয়ারি বিভাজন মাঠপর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ সফল করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, ধান ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবিলম্বে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা সম্পন্ন করতে হবে। কৃষকের অ্যাপ-বহির্ভূত উপজেলায় লটারি করে ধান সংগ্রহ দ্রুত শুরু ও শেষ করতে হবে। কৃষকের অ্যাপভুক্ত উপজেলায় রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পন্ন করে সিস্টেমে লটারি করে কৃষক নির্বাচনপূর্বক দ্রুত ধান সংগ্রহ করতে হবে। ধান ও গম সংগ্রহের বার্তাটি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় কেবল টিভি ও স্কুলে প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চলমান চাল সংগ্রহ মৌসুমে মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অপেক্ষা বরাদ্দ কম হওয়ায় ৩০ জুনের মধ্যে ৬০ শতাংশ, জুলাইয়ের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং আগস্টের মধ্যে ১০০ শতাংশ চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার জন্য তারিখ, পরিমাণ, সময়ভিত্তিক শিডিউল প্রস্তুতপূর্বক জেলা, উপজেলা ও গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি করে সে অনুযায়ী সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে। ১৮ মের মধ্যে চাল সংগ্রহের জন্য মিলারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তির পরপরই মিলারদের অনুকূলে চুক্তি করা পরিমাণ চালের বরাদ্দপত্র ইস্যু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি দিয়ে নিজ নিজ জেলার ওয়েবপোর্টালে প্রকাশ করতে হবে। চুক্তিযোগ্য যেসব মিল মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করবেন না অথবা চুক্তি সম্পাদন করে কোনও চাল সরবরাহ করবেন না, এমন মিল মালিকদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১২ এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গত আমন সংগ্রহ, ২০২২-২৩ মৌসুমে যেসব মিল চুক্তিযোগ্য ছিল কিন্তু চুক্তি করেনি সেসব মিল চলতি বোরো, ২০২৩ মৌসুমে চুক্তি থেকে বিরত থাকবে। ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রম যুগপৎভাবে বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করতে হবে। মাঠপর্যায়ে চাল সরবরাহে ব্যর্থ মিল মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার অনুলিপি সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়কে পাঠাতে হবে। ধান, চাল ও গম সংগ্রহের জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে ২০২৩ সালে উৎপাদিত বোরো ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাস্কিং মিলারদের ক্ষেত্রে চুক্তি করা চাল সর্টিং করে সংগ্রহ করতে হবে। খাদ্যগুদামে কৃষকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষক যেন কোনোক্রমেই হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

গুদামে স্থান সংকুলান না হলে চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদফতর নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী স্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলাচল সূচি জারি করবেন। কোনও কেন্দ্রে খালি বস্তার স্বল্পতা দেখা দিলে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমন্বয়পূর্বক বস্তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সংগৃহীত চালের প্রতিটি বস্তায় সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেনসিল দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সর্বদা সর্বোচ্চ তৎপর ও সতর্ক থাকবেন। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের শুরু থেকেই চাল ও গমের প্রতিটি খামাল ১৩০ থেকে ১৩৫ মেট্রিক টন এবং ধানের ক্ষেত্রে ৮৫ থেকে ৯০ মেট্রিক টন করে গঠন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে খামালগুলো পরিচর্যা ও রুটিন মাফিক স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রতিদিন বিকাল ৫টার মধ্যে সব আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের তথ্য ই মেইলে খাদ্য অধিদফতরের সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয়ভাবে ৭ মে একযোগে সারা দেশে ৮ বিভাগে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করায় স্থানীয়ভাবে পুনরায় কোনও আনুষ্ঠানিকতার অজুহাতে কোনোক্রমেই সংগ্রহ কার্যক্রম বিলম্বিত করা যাবে না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২ মের ৭১ নম্বর স্মারক ও ৩ মের ৭৩ নম্বর স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল পৃথকভাবে খামাল গঠন করতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ২১-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০১,০২)

ধান চাল ও গম সংগ্রহে ১৯ নির্দেশনা

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ এবং গম সংগ্রহে ১৯টি নির্দেশনা দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্টদের এসব নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়, ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে চার লাখ মেট্রিক টন ধান ও ১২ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং এক লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরে
(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

ধান চাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
উপজেলাওয়ারি বিভাজন মাঠপর্যায়ে পাঠানো হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ সফল করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেওয়া হলো– ধান ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবিলম্বে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা সম্পন্ন করতে হবে। কৃষকের অ্যাপবহির্ভূত উপজেলায় লটারি করে ধান সংগ্রহ দ্রুত শুরু ও শেষ করতে হবে। কৃষকের অ্যাপভুক্ত উপজেলায় রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পন্ন করে সিস্টেমে লটারি করে কৃষক নির্বাচনপূর্বক দ্রুত ধান সংগ্রহ করতে হবে।
ধান ও গম সংগ্রহের বার্তাটি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় কেবল টিভি ও স্কুলে প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চলমান চাল সংগ্রহ মৌসুমে মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অপেক্ষা বরাদ্দ কম হওয়ায় ৩০ জুনের মধ্যে ৬০ শতাংশ, জুলাইয়ের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং আগস্টের মধ্যে ১০০ শতাংশ চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার জন্য (তারিখ, পরিমাণ, সময়ভিত্তিক শিডিউল প্রস্তুতপূর্বক) জেলা, উপজেলা ও গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি করে সে অনুযায়ী সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল সংগ্রহের জন্য মিলারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তির পরপরই মিলারদের অনুকূলে চুক্তি করা পরিমাণ চালের বরাদ্দপত্র ইস্যু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি দিয়ে নিজ নিজ জেলার ওয়েবপোর্টালে প্রকাশ করতে হবে। চুক্তিযোগ্য যেসব মিল মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করবেন না অথবা চুক্তি সম্পাদন করে কোনো চাল সরবরাহ করবেন না, এমন মিল মালিকদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ-২০১২ এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
প্রতিদিন বিকেল ৫টার মধ্যে সব আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের তথ্য ই-মেলে খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয়ভাবে ৭ মে একযোগে সারাদেশে আট বিভাগে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করায় স্থানীয়ভাবে পুনরায় কোনো আনুষ্ঠানিকতার অজুহাতে কোনোক্রমেই সংগ্রহ কার্যক্রম বিলম্বিত করা যাবে না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২ মের ৭১ নম্বর স্মারক ও ৩ মের ৭৩ নম্বর স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল পৃথকভাবে খামাল গঠন করতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ২১-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

বিনা- ২৫ ও ব্রি- ১০৪ ধানে কৃষকের স্বপ্ন

এস এম আতিয়ার রহমান

নতুন ধানে হবে 'নবান্ন'। সন্ধিজাত এ শব্দের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। মূলত ধান নিয়েই বাঙালির জীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে জুড়ে আছে অনেক প্রবাদ, অনেক লোকগাথা। আমাদের দেশের 'লাইফলাইন' এবং কৃষকের প্রধান অনুসঙ্গই হচ্ছে ধান চাষ। জীবন ধারণের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য ভাতই হচ্ছে এদেশের মানুষের প্রধান অবলম্বন। যেহেতু ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য এবং এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, সে কারণে ধান উৎপাদন নিয়েই সরকার থেকে শুরু করে প্রান্তিক চাষি পর্যন্ত সবাই চিন্তা-ভাবনা করেন। কৃষকের অর্থনীতি- হাসি-কান্না, আশা-আনন্দ বহুলাংশে নির্ভর করে ধান চাষ ও এর ফলনের ওপর। ঘরে চাল থাকলে তা দিয়ে ভাত রান্না করে মরিচ ও লবণসহযোগে খেয়ে উদর পূর্তি হলেই অনেকের মনে খেদ থাকে না।

জনবহুল বাংলাদেশে আবাদি জমি কমলেও ধান উৎপাদনের ধারাবাহিক সাফল্য এখনো দেশে খাদ্য চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক নানা ভারসাম্য ও অগ্রগতির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বলা যায়, স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে অন্যতম সাফল্যের প্যারামিটারগুলো বিবেচনায় ধান গবেষণা তথা কৃষি গবেষণাকে সঙ্গত কারণে তালিকার প্রথম সারিতে রাখতে হবে। গত ৫২ বছরে তিনগুণের বেশি ধান উৎপাদনের সাফল্যগাথা রয়েছে বাংলাদেশের। বৈশ্বিক নানা সংকটে যখন দেশে দেশে খাদ্যাভাব, বাংলাদেশ তখন অনেকটাই চাপমুক্ত এবং স্বস্তিতে। এর প্রধান কারণ, ধানের অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধি। এই সাফল্যের মূল নিয়ামক নতুন অধিক ফলনশীল জাত, কৃষিতে সরকারের অব্যাহত সহায়তা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ। সিন্ডিকেট চক্রের অপতৎপরতার মধ্যেও চাল নিয়ে অনেকটাই সন্তোষজনক পরিস্থিতি চলতি বোরো মৌসুমে। সর্বকালের উৎপাদনে রেকর্ড করছে এবার। কৃষিমন্ত্রী ইতোমধ্যে সাফল্যের আভাস দিয়ে বলেছেন, নতুন জাতের অধিক উৎপাদনশীল ধানের চাষ এবং কৃষকের আগ্রহ এ সাফল্যের অন্যতম দিক। নতুন জাতের ধান বলতে ব্রি ও বিনা উদ্ভাবিত নতুন জাতের কথাই বোঝানো হয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আধুনিক জাতের ধান একের পর এক উদ্ভাবিত হচ্ছে। যদিও এতদিন ব্রি উদ্ভাবিত শতাধিক জাতই এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। সম্প্রতি বিনা-২৫-এর একটি জাত মাঠে অসাধারণ সাফল্য এনে দিয়েছে। এর অন্যতম কারণ, মোটা চালের পাশে এখন ভোক্তার বড় একটি অংশ কথিত 'মিনিকেট' চাল নামে একটি চালের ওপর ঝুঁকে আছে। এটা একটু চিকন বলেই এর কদর। তবে মিনিকেট ধান আবাদ না হলেও বাজারে এই ব্র্যান্ডের নামে গত ২০-২৫ বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার নানা-ভাবে এ প্রবণতা রোধ করার উদ্যোগ নিলেও মোটা চাল ছেঁটে চিকন করে নানা নামে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে এখনো। সে যাই হোক, চলতি বোরো মৌসুমে কৃষকের কাছে, দেশের ভোক্তা সাধারণের কাছে বিনার নতুন জাতের ধান 'বিনা-২৫' নতুন আশা জাগিয়েছে। ধানের এ জাতটি এবারই প্রথম বোরো মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে কম করে হলেও সারাদেশে চাষ হয়েছে। প্রথম চাষেই বিনা-২৫ করেছে বাজিমাত। উৎপাদনে, ধানের আকার ও গুণগতমানে এটি যে জনপ্রিয়তা পাবে, সে বিষয়ে কৃষকই শুধু নন, সংশ্লিষ্ট সবাই একমত। জাতটি নন-হাইব্রিড অথচ ফলন হয়েছে আশানুরূপ, যা প্রায় হাইব্রিড জাতের সমান। আবার এ জাতটির অ্যামাইলেজ মানসম্পন্ন। অন্যদিকে সুগন্ধি, চিকন ও লম্বা। যে পর্যায়েই বিবেচনা করা হোক না কেন ভোক্তাশ্রেণির মিনিকেট এবার প্রতিস্থাপিত হবে এবং আসল মিনিকেট হিসেবে এ জাতটি আকর্ষণ করবে বলে সবার ধারণা। এ জাতটি বাসমতির প্রায় সমপর্যায়ে লম্বা। ফলে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হিসেবে কৃষক চাষ করে একদিকে ভালো ফলন পাবেন, অন্যদিকে অন্যান্য জাতের ধানের চেয়ে প্রতিমণে কমপক্ষে ২ থেকে আড়াইশ' টাকা বেশি পাবেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে। নিজের জমিতে এ ধানটি এবার বোরো মৌসুমে আবাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। মনে হয়েছে, ৪০-৫০ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া সুস্বাদু বালাম ধান যেন নতুন মোড়কে আরও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাঠে ফিরে এসেছে। আগামী মৌসুমে এ জাতটি চাষের জন্য এখনই কৃষক বীজ সংগ্রহ করছে। আশা করা যায়, আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে চালের বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে এটি। একই সঙ্গে রপ্তানিও বাড়বে। ফলে, আন্তর্জাতিক চালের বাজারে বাসমতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। দেশের মর্যাদাও বাড়াবে। বিনা-২৫ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে আরও একটি ধান মাঠে আসছে। এ বছর একেবারে সীমিত পরিসরে চাষ হলেও ইতোমধ্যে এ জাতটিও নতুন আশা জাগিয়েছে। সেটি হলো ব্রিধান-১০৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ জাতটিও প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, উচ্চ ফলনশীল, চিকন, লম্বা ও সুগন্ধী। আগামী বোরো মৌসুমে এ জাতটি দেশের সব উপজেলায় প্রথমবার মাঠ পর্যায়ে চাষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ধানের এ দুটি জাত অগ্রসর ভোক্তাশ্রেণির চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবে বলে আশা করা যায়। উল্লিখিত দুটি নতুন জাতের ধান ছাড়াও এবার ব্রির আরও ৩-৪টি নতুন জাতের ধান মাঠে চাষ হয়েছে। বিশেষ করে ব্রি'র প্রথম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ধান হচ্ছে ব্রিধান-৫০, যা বাংলামতি নামে পরিচিত। এ জাতটিও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ২০০৯ সালে জাতটি মাঠে আসে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এর পেছনের অংশ বাঁকা বলে আতপ চাল মিলিং করতে গিয়ে ভেঙ্গে যায়। ফলে এ ধানের সেদ্ধ চাল জনপ্রিয়তা পেলেও আতপ চাল উৎপাদনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় কৃষকের মাঝে আগ্রহের ঘাটতি দেখা দেয়। সে স্থলে বিনা-২৫ পরিপূরকই কেবল নয়, মিলিং সমস্যা নেই। ফলে, এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া এ বছর এর মধ্যে মাঝারি চিকন ও সুস্বাদু চাল হিসেবে ব্রিধান-১০০ (বঙ্গবন্ধু), ব্রিধান-১০২, ১০১ মাঠে কমবেশি চাষ হয়েছে। এ তিনটি জাতও নানাদিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ব্রিধান-১০২ সর্বোচ্চ জিঙ্কসমৃদ্ধ ও অধিক ফলনশীল। এ জাতটি চাষে নিবন্ধকার ফলন পেয়েছেন হেক্টরে প্রায় ৮ মেট্রিক টন। জাতগুলো ব্লাস্টপ্রবণ ব্রিধান-২৮ এর পরিবর্তে কৃষক চাষ করলে অধিক উৎপাদনের সঙ্গে চালের গুণগতমান ও পুষ্টিগুণে লাভবান হবেন বলে আশা করা যায়। একই সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। ধান উৎপাদনে কৃষকের আন্তরিকতা, বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সরকারের অব্যাহত সহায়তা ভবিষ্যতেও নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন অব্যাহত রাখা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভিযোজন ক্ষমতাসহ মাটির ধরন, উপকূলীয় লবণাক্ততা সহনশীল ও পুষ্টিগুণে বৈচিত্র্যপূর্ণ অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদনের এখনো তাগিদ রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্রি ও বিনা আরও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সাফল্যের ধারায় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষিত, বেকার যুবকশ্রেণির নতুন ধান উৎপাদন,গবেষণা ও সম্প্রসারণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

লেখক : পরিচালক (পিআরএল), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ২১-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

বোরোতে বিঘায় ১২ হাজার টাকা লাভে খুশি কৃষক

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

উৎপাদিত ফসলের বাম্পার ফলন ও দাম আশানুরূপ হওয়াতেও বেশ সন্তুষ্ট বগুড়ার কৃষকরা। কৃষকদের অনেকেই হাট-বাজারে বিক্রির পাশাপাশি বাড়ি থেকেও বিক্রি করছেন তাদের উৎপাদিত ফসল।

গত শুক্রবার (১৯ মে) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলার কয়েকটি উপজেলা ও হাট ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র। বোরোর বাম্পার ফলনে ও ভালো দামে সন্তুষ্ট এ জেলার কৃষক।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বগুড়ার ১২টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ১৯৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ধান লাগানো হয়। কৃষক তাদের সিংহভাগ জমিতে আবাদ করেছে কাজল লতা, কাটারি ভোগ, ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-৮১, ব্রি ধান-৯০, ব্রি ধান-৯১, ব্রি ধান-১০০ ধান, জিরাশাইল জাতের ধান। যার প্রতিবিঘা ফলন হয়েছে প্রায় ২৩ থেকে ২৪ মণ। বর্তমানে বাজারে এ জাতের ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ ১ হাজার ৩শ থেকে ১ হাজার ৪শ টাকা পর্যন্ত। জেলার কৃষকরা বলছেন, ধানের এ বাড়তি দামে খুশি তারা।

সরেজমিন দেখা যায়, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কেবলই সোনারঙা ধানের সমারোহ দৃশ্যমান। ধান গাছের ডগায় থোকায় থোকায় পুষ্ট ধান ঝুলছে। ধানের শীষে সোনারঙা ধারণ করেছে। অনেক ধান পুষ্ট হলেও এখনো কাঁচা রয়েছে। অনেকে জমির ধান কাটা-মাড়াইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কৃষান ও কৃষানিরা তাদের সে ধান শুকানোর কাজে সময় ব্যয় করছেন। অনেকেই তাদের উৎপাদিত ফসল রোদে শুকিয়ে ঘরে ও হাটে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সবমিলিয়ে প্রখর রোদ আর বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ধান ঘরে তোলা ও বাজারজাত করার কাজ।

অন্যদিকে হাটগুলোতে চলছে ধান নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দর কষাকষি ও বেচাকেনা। কৃষক তাদের ধান ভটভটি, মিনি ট্রাক ও ভ্যান গাড়িতে করে হাটগুলোতে নিয়ে যাচ্ছে। আশানুরূপ দাম হাঁকলেই বিক্রি করছেন খুচরা ও পাইকারি ক্রেতার কাছে। হাটে ধানের দাম ঠিক হওয়ার আগেই কৃষকের হাতে টাকা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছেন অনেক পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী।

নন্দীগ্রাম ও কাহালু উপজেলার জসিমুর রহমান, সাদিক হোসেন, সোনা মিয়া নামে একাধিক কৃষক জানান, অনেক পরিশ্রম আর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ফসল ফলান এ জেলার কৃষক। তারা চোখের সামনেই তরতর করে বেড়ে উঠতে দেখেছেন জমির ধানগুলোকে। এখন সোনারঙা সেই ধান ঘরে তুলছেন। অনেকেই ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এখন বাজারে কাঁচা ধানই প্রতিমণ ৯৫০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। শুকনো ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৩শ থেকে ১ জাহার ৪শ টাকা পর্যন্ত। ধানের

> বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কেবলই সোনারঙা ধানের সমারোহ দৃশ্যমান। ধান গাছের ডগায় থোকায় থোকায় পুষ্ট ধান ঝুলছে। ধানের শীষে সোনারঙা ধারণ করেছে। অনেক ধান পুষ্ট হলেও এখনো কাঁচা রয়েছে। অনেকে জমির ধান কাটা-মাড়াইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কৃষান ও কৃষানিরা তাদের সে ধান শুকানোর কাজে সময় ব্যয় করছেন। অনেকেই তাদের উৎপাদিত ফসল রোদে শুকিয়ে ঘরে ও হাটে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

এমন দাম তাদের মতো কৃষকদের ব্যাপক আশাবাদী করে তুলেছে। তাদের কিছু জমিতে কাটা-মাড়াই কাজ শেষের দিকে। সোনারঙা সেই ধান ঘরে তোলার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন অনেক তারা।

শাজাহানপুর উপজেলার কৃষক তাজনুর রহমান জানান, এ বছর প্রায় ৩৫ বিঘা জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছেন। প্রতি বিঘায় তার ফসল এসছে গড়ে প্রায় ২৩-২৫ মণ করে। তার প্রতি বিঘাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা এবং ধান বিক্রি করছেন প্রায় ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা। এ হিসাবে প্রতি বিঘায় খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হচ্ছে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফরিদুর রহমান জানান, এ বছর বোরো মৌসুমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ১৯৫ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। চালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭ লাখ ৫০ হাজার ৫৫ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হলেও তা ছাপিয়ে যাবে। চলতি মৌসুমে এ জেলায় বোরোতে বেশ ভালো ফলন হয়েছে। বিগত যেকোনো সময়ের চেয়ে দামও ভালো পেয়ে লাভবান হচ্ছেন ধানচাষিরা। জেলায় এ পর্যন্ত মোট চাষাবাদের ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। ফলন হচ্ছে ২৩-২৪ মণ হারে।

এবার বৈশাখের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনেকটাই ভালো রয়েছে। চলতি মৌসুমের উঠতি বোরোর সম্পূর্ণ ফসল ঘরে তুলতে পারলেই স্বস্তি কৃষকের। বেশ দ্রুত গতিতেই ধানকাটা-মাড়াইয়ের কাজ চলছে। কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন বলেও জানান কৃষির এ কর্মকর্তা।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ২০-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

কৃষিতে বিপ্লব আনবে নতুন জাত ব্রি-১০২

- একরে ফলন সাড়ে ৯ টন
- পুষ্টিসমৃদ্ধ ভাত খেতে সুস্বাদু
- রোগবালাই নেই
- প্রতি মণে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেশি পাবেন কৃষক

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ব্রি-১০২ জাতের নতুন ধান আশা জাগাচ্ছে গবেষকদের। পুষ্টিসমৃদ্ধ এ ধান উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এরই মধ্যে গোপালগঞ্জে ধানটির পরীক্ষামূলক চাষে মিলেছে সাফল্য। প্রতি শতাংশে ১ মণ ফলন হয়েছে।

গোপালগঞ্জের ৫টি প্রদর্শনী প্লটে এই জাতের ধান হেক্টরে ৮ দশমিক ১০ থেকে ৯ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত ফলন হয়েছে। সেই হিসাবে শতাংশে ফলন হয়েছে প্রায় ১ মণ বা তারও বেশি। ব্রি-২৯ এর বিকল্প হিসেবে এ ধানের আবাদ করা যায়। নতুন এই জাতের ধানে রোগবালাই নেই। লম্বা, চিকন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই ধানের ভাত ঝরঝরে এবং খেতে সুস্বাদু। স্বল্প খরচে ধানের বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হয়েছেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, ২০২২ সালে এই বীজ ধান ছাড় করে বীজ বোর্ড। এ বছর বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জের ৫টি প্রদর্শনী প্লটে প্রথমবারের মতো ধানটির আবাদ করেন কৃষক। চিকন ধানের জাতের মধ্যে এই জাতই সর্বোচ্চ ফলন দিয়েছে। চিকন ধানে এটি নতুন আশা জাগিয়েছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ধান বাজারে অনেক বেশি দামে বিক্রি হয়। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের কৃষি ও কৃষকের জন্য সুসংবাদ। এই জাতের ধান এসডিজি অর্জনে সহায়তা করবে। এই ধানের চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশ ধানে আরও সমৃদ্ধ হবে। কৃষকের আয়ও বাড়িয়ে দেবে।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত একটি ক্লাইমেট স্মার্ট জাত ব্রি-১০২। বোরো মৌসুমের এ ধান জিঙ্কসমৃদ্ধ। কারণ মাছে-ভাতে বাঙালি, ধানেই সমৃদ্ধি। ব্রি-১০২ ধান দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।' এমন প্রত্যাশার কথা বলছিলেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের কৃষক মুহিব শেখ (৫০)। তিনি প্রদর্শনীর প্লট এক একরে ব্রি-১০২ জাতের ধান আবাদ করেছেন এ বছর। তাঁর জমিতে প্রায় চার টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার প্লটে সবচেয়ে বেশি ফলন দিয়েছে। আমি জীবনে চিকন ধানের এত বেশি ফলন দেখিনি। এই ধানে রোগবালাই নেই বললেই চলে। কৃষকসহ সবাইকে মুগ্ধ করেছে এ ধান।'

মুহিব শেখ বলেন, অনেক কৃষকই এই ধান দেখে চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ ধান লম্বা ও চিকন। তাই বাজারে মোটা ধানের তুলনায় প্রতি মণ ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেশি পাওয়া যাবে। কৃষকের জন্য এই ধান নতুন দিশা হয়ে এসেছে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, প্রতিবছর দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে ২০-২২ লাখ মানুষ যোগ হচ্ছে। ১৭ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে খাবারের নিশ্চয়তা দিতে হলে অবশ্যই ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতের উফশী ধানগুলোর চাষ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কেননা ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন জাতগুলোর ফলন আগের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ এর চেয়ে অনেক বেশি। এগুলো যদি ভালো পরিচর্যা করা যায়, তাহলে আরও বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব।

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ আব্দুল কাদের সরদার বলেন, 'ব্রি উদ্ভাবিত জিঙ্কসমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ ও ব্রি-১০২ জাতের ধানের চাষাবাদ আমরা সম্প্রসারণ করব। এতে একদিকে যেমন কৃষক অধিক ফলন পেয়ে লাভবান হবেন, তেমনি দেশের সাধারণ মানুষের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করবে। এ ধান উদ্ভাবনে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

তারিখঃ ২০-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

এম আবদুল মোমিন

বোরোর ফলনের ধারণা বদলে দিয়েছে নতুন জাতগুলো

ধান উৎপাদনে সর্বাধিক উৎপাদনশীল মৌসুম বোরো। এ কথা অনস্বীকার্য, বোরোর ওপর ভিত্তি করেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি রচিত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫৮ শতাংশ আসে এ মৌসুম থেকে। তাই গ্রাম-বাংলার প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতে এখন বোরোকেন্দ্রিক ব্যস্ততা। পাকা ধান কাটা, মাড়াই-ঝাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ করা, ঘরে তোলাসহ নানা কাজে ব্যস্ত সময় পারে করছেন কিষান-কিষানিরা। সকাল থেকেই জমিতে ছুটছেন কৃষক, বাড়িতে গৃহিণীরা ব্যস্ত উঠান পরিষ্কার করে ধান রাখা, মাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ করা ও সংরক্ষণের কাজে। এ যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশ! উঠান বা আঙিনাজুড়ে শুধু ধান আর ধান। কারও বাড়ির উঠান টইটম্বুর হয়ে গেছে সোনালি ধানে। পাকা ধানের ঘ্রাণে ম ম করছে চারদিক। রাশি রাশি সোনালি ধান সংরক্ষণে কেউ গাছের ছায়ায় বসে ধান তোলার কাজে ব্যবহার্য পুরোনো ধামা, পইয়া, তাফাল, গোলা ঠিক করছেন। বোরো ফলনের আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯ লাখ ৭৬ হেক্টর আর আবাদ হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে। এ বছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ১৫ লাখ টন চাল। মাঠে কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ব্লাস্ট আক্রমণ ছাড়া কালবৈশাখি ও শিলাবৃষ্টি কম হওয়ায় এবার বোরো ধানের ফলনের অবস্থা বেশ ভালো ছিল, হাওড়ের ধানও নির্বিঘ্নে শতভাগ কৃষকের ঘরে উঠেছে। ফলে আশা করা হচ্ছে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বোরের উৎপাদন ১০ লাখ টন বেশি হবে। শুধু হাওড়ভুক্ত সাত জেলা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড়ে এ বছর বোরো আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে। আর এ সাত জেলায় হাওড় ও হাওড়ের বাইরে উঁচু জমি মিলে মোট বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে, যেখানে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন চাল। ধান কাটার পর বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদনের ধারা দেখে সবাই বলছেন, এবার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

এতদিন ধরে বোরোর সেরা জাত ছিল ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-২৯। ১৯৯৪ সালে উদ্ভাবিত এ দুটি বোরো জাত দেশের মোট বোরো এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ দখল করে ছিল। অনেক বিকল্প জাত উদ্ভাবিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বোরো আবাদে কৃষকের বড় একটি অংশের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জাত ছিল ব্রি ধান-২৮ ও ২৯। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আবাদ হওয়া এ জাত দুটির রোগবালাই সহনশীলতা ক্রমেই হ্রাস পাওয়ায় স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা তা আবাদে নিরুৎসাহিত করে আসছিলেন। পাশাপাশি ব্রি উদ্ভাবিত বিকল্প জাত ব্রি ধান-৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০সহ কয়েকটি জাত চাষ করার পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। রোগবালাই সহনশীল ও উচ্চ ফলনের কারণে ২০১৮ থেকে ২০২০ সালে উদ্ভাবিত এ জাতগুলোর প্রতি কৃষকের আস্থা ক্রমেই বেড়েছে। এবার মাঠে কৃষকের মাঝে ভালো সাড়া ফেলেছে এ পাঁচটি বোরোর জাত। কৃষক বলছেন, এ জাতগুলোর ফলন আশাতীত ও অভাবনীয়।

কৃষকের বোরোর ফলনের ধারণা বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন এসব জাত। এবার এলাকাভেদে নতুন জাতগুলোর গড় ফলন ছিল বিঘাপ্রতি ২৮-৩৩ মন। কোথাও কোথাও আরও বেশি ফলনের রেকর্ড রয়েছে। এতদিনের কাঙ্ক্ষিত সেই বিকল্প জাত এখন কৃষকের হাতে হাতে। এসব জাতের কয়েকটি মাঠ দিবসে আমারও অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সরাসরি কথা হয় অনেক উচ্ছ্বসিত কৃষকের সঙ্গে। সহকর্মী বিজ্ঞানীরা গিয়েছিলেন ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে। আমার নিজের এবং সহকর্মীদের সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরতেই এ লেখার অবতারণা।

গত ৩০ এপ্রিল কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে দুটি স্থানে মাঠ দিবস ও ফসল কর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। উপজেলায় ৪৮ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা যৌথ জমিতে 'সমলয়' পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। কথা হয় যৌথ চাষাবাদের কৃষক দুলহাস শেখের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'আগে আমাদের এখানে ৩৩ শতাংশের বিঘায় যেখানে ১৮ থেকে ২০ মন ধান পাওয়া যেত, এখন সেখানে আমাদের ধান গবেষণা উদ্ভাবিত ধান (ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৯২, ব্রি ধান-৯৯ এবং বঙ্গবন্ধু ধান-১০০) চাষ করে বিঘায় ৩৩ মনেরও বেশি ধান ফলন হচ্ছে এবং এর ফলে আমি ও আমার প্রতিবেশী কৃষক খুশি। একটা সময় পরিশ্রম বেশি হওয়ায় ধান চাষে কৃষকের অনীহা দেখা যেত, কিন্তু এখন সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও প্রণোদনা সহায়তার কারণে কৃষক পতিত জমিতে ধান চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছে। নতুন জাতের ধানের ফলন ভালো হওয়ায় বেশ লাভবান হচ্ছে।' টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমরিয়া গ্রামের কৃষক নাসির উদ্দিন বলেন, 'ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০এর বীজ ও সার বিনামূল্যে পাই। দারুণ ফলন পেয়েছি। বিঘায় প্রায় ৩০ মন। এ জাতের ধানে রোগবালাই নেই। ভবিষ্যতে আমি এ ধানের চাষ আরও বাড়াব।'

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ

জেলার ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৬ হেক্টর, মুকসুদপুরে ৩৫ হেক্টর, কাশিয়ানীতে ১৮ হেক্টর, কোটালীপাড়ায় ১৯০ হেক্টর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৯৬ হেক্টরে নতুন এ ধানের চাষ হয়েছে। কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিটুল রায় বলেন, 'কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ কাটা শুরু হয়েছে। আমরা নমুনা ফসল কেটে দেখেছি প্রতি হেক্টরে এ ধানের ফলন হয়েছে সাড়ে ৭ টন। জিংক সমৃদ্ধ এ ধানের বাম্পার ফলনে কৃষক এ জাতের ধানের চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।'

গত ২ মে গিয়েছিলাম গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামে ব্রি উদ্ভাবিত এসব নতুন জাতের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের ফাঁকে কথা হয় কৃষক মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি এ বছর ব্রি ধান-২৮ ও ২৯-এর পরিবর্তে ব্রি ধান-৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ আবাদ করেছেন পাঁচ বিঘা জমিতে। কৃষক মুজিবুর জানান, 'পাঁচ বিঘা জমিতে আমি এসব ধান চাষ করে আগের চেয়ে প্রতি বিঘায় অন্তত ১০-১২ মন বেশি ফলন পেয়েছি। তাছাড়া খরচও লেগেছে অনেক কম।'

জেলার মুক্তারপুর ইউনিয়নের বৃদ্ধ কৃষক আলম মিয়া বলেন, 'আমার বয়সে এ জাতের মতো ফলন আর কোনো জাতে পাইনি। বাম্পার ফলন হয়েছে ব্রি ধান-৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ জাতে। এ জাতের চাল চিকন। বাজারে ভালো দাম পাব বলে আশা করছি। এ তিন জাতের ধান চাষে পানিও কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে।'

কালীগঞ্জ উপজেলার ধনপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা আলতাফ হোসেন প্রবাসে থাকতেন। তিনি জানালেন, 'ধানের নতুন জাত ব্রি ধান-৯২ চাষ করে প্রতি বিঘায় ফলন পেয়েছি ৩৩ মন, যা কল্পনাতীত। এ জাতের ধান চাষে পানি কম লাগে, কীটনাশক লাগে না বললেই চলে। তিনি বলেন, 'আগে বিদেশে ছিলাম। কৃষিকাজ করতে আগ্রহবোধ করতাম না। ভাবতাম কৃষির চেয়ে প্রবাসে চাকরিই অলাভজনক। কিন্তু ব্রি ধানের নতুন জাত আমার ধারণা বদলে দিয়েছে। আর বিদেশ নয়, দেশেই কৃষিকাজ করব।'

বরেন্দ্রখ্যাত রাজশাহী অঞ্চলে বিঘাপ্রতি সাড়ে ২৮ মন ফলন দিয়েছে ব্রি ধান-৯২। লাভজনক হওয়ায় খরাসহিষ্ণু ও পানিসাশ্রয়ী এ জাতের ধান জনপ্রিয়তা পেয়েছে এ অঞ্চলে। চলতি বোরো মৌসুমে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ধোকড়াকুল এলাকায় ১১০ বিঘা জমিতে চাষ হয়েছে উচ্চফলনশীল এ ধান। আর এ উদ্যোগে সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস।

গত ৪ মে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের কাজীগ্রামে ব্রির রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের আয়োজনে কৃষকের মাঠে কৃষকের ফসল কর্তন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করি, যেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন এমপি। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় কৃষক আরিফুর রহমান, গোলাম মোস্তফা ও হারুনুর রশীদ। এর মধ্যে কৃষক আরিফুর রহমান ব্রি ধান-৮৯, গোলাম মোস্তফা ব্রি ধান-৯২ এবং হারুনুর রশীদ ব্রি ধান-৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ করেছেন। এ তিন চাষিসহ কাজীগ্রামের প্রত্যেক কৃষক এবার এ জাতগুলো চাষ করে বিঘায় ৩০ মনের বেশি ফলন পেয়েছেন।

বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের চরগাছিয়া গ্রামের একটি মাঠে ২০০ বিঘা জমি এবার প্রথমবারের মতো বোরো চাষের আওতায় এসেছে; আগের বছরগুলোতে এ সময়ে জমিগুলো পতিত থাকত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে এবং উপকূলীয় শস্য নিবিড়করণ কর্মসূচির আওতায় ওই ২০০ বিঘা (২৭ হেক্টর) জমিতে ব্রি ধান-৬৭, ব্রি ধান-৭৪, ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৯২, ব্রি ধান-৯৭ ও ব্রি ধান-৯৯ চাষ করা হয়। ৩০০ জন কৃষককে বীজ, সেচ, সারসহ সব উপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফলে এ বছর মাঠজুড়ে চাষ করা হয়েছে ব্রি ধান-৬৭, ৭৪, ৮৯, ৯২, ৯৯ ও বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। নমুনা শস্য কাটায় রেকর্ড ফলন পাওয়া যায়। যেখানে প্রতি বিঘায় ব্রি ধান-৮৯এর ফলন হয়েছে ৩৭ মন এবং ব্রি ধান-৯২ হয়েছে বিঘায় ৩৩ মন। এছাড়া ব্রি ধান-৬৭, ব্রি ধান-৭৪ ও ব্রি ধান-৯৯ হয়েছে প্রতি বিঘায় ২৮ মন করে।

প্রায় ৫০ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ আবাদকারী দিনাজপুরের বিরল উপজেলার রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত কৃষক মতিউর রহমান জানান, অন্যান্য ধানের তুলনায় এ ধানের ফলন ভালো। পাশাপাশি এ ধানের রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা থাকায় উৎপাদন খরচও কম হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি একর জমিতে এ ধানের ফলন হয়েছে ৮৫ মন, যা অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি। কম সময়ে ভালো ফলন ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এ ধান আবাদে উৎসাহিত হচ্ছেন অন্য কৃষকও। ইতোমধ্যেই তার কাছে অনেকে কৃষক বীজ চাইতে আসছেন।

কৃষিবিদ এম আবদুল মোমিন : *উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্রি*
smmomin80@gmail.com